কৃষি জাগরণ

কৃষকর মঙ্গলার্থে, আমরা ছড়িয়ে গোটা দেশে

Krishi Jagran-Bengali Year 2 Issue 7 July 2017 Rs. 35/-

www.krishijagran.com krishijagran.westbengal12@gmail.com 9674 85 3530 / 9891 40 5403

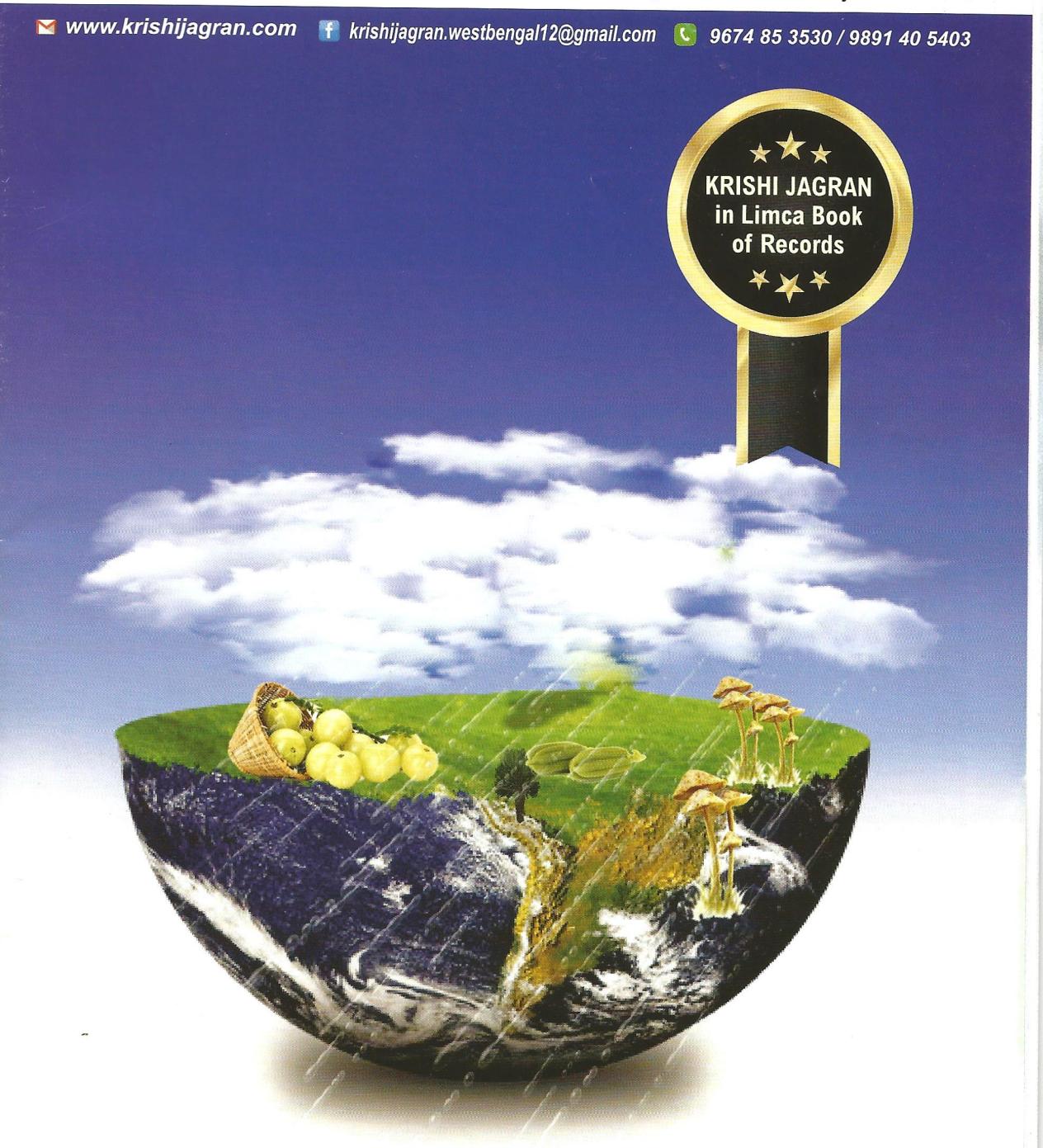

বিশেষ সাক্ষাৎকার কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু

ভাকৃঅনুপ- কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা, ব্যারাকপুর

কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুষ্ঠান সংস্থা, ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রালয়ের অধীনে, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের এক বিশিষ্ট কৃষি গবেষণা সংস্থা হিসাবে কলকাতা শহরের অনতিদূরে ব্যারাকপুরে অবস্থিত। এই সংস্থা পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের কৃষি বিষয়ক সব ক্ষেত্রেই গবেষনায় নিয়োজিত আছে। ভারত এবং বিশেষত পূর্বভারতের রাজ্যগুলির জন্য পাটের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্বাধীনতার আগেই ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়াল সেন্ট্রাল জুট কমিটি গঠন করা হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই , ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময়, এই সংস্থাটি কলকাতার কাছে চুচুড়ায় সাময়িক ভাবে স্থানান্তরিত হয়, পরে ১৯৫৩ সালে এই সংস্থাটি পাকাপাকি ভাবে ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জে স্থাপিত হয় ও পাট বিষয়ক কৃষি গবেষণায় নিযুক্ত থাকে। তারও কিছুদিন পরে, ১৯৬৬ সালে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এই জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ইন্সটিটিউট অধিগ্রহণ করে। পাট বিষয়ক কৃষি গবেষণার পাশাপাশি, পাটের মত অন্যান্য অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী তন্তু ফসলের গবেষণাও চলতে থাকে। তাই ১৯৯০ সালে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা রাখা হয়। পাট ছাড়া অন্যান্য সহযোগী তন্তু ফসলের গবেষনার জন্য ব্যারাকপুরের এই প্রধান গবেষণা সংস্থার চারটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র আছে। শন পাটের গবেষণার জন্য উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে শন গবেষণা কেন্দ্র (সানহেম্প রিসার্চ স্টেশন), রেমি বিষয়ক গবেষণার জন্য আসামের বরপেটা জেলার সরভোগে রেমি রিসার্চ স্টেশন, সিসাল বিষয়ক কৃষি গবেষণার জন্য ওড়িশার সম্বলপুর জেলার বামড়াতে সিসাল রিসার্চ স্টেশন এবং পাট ও সহযোগী তন্তুফসলের বীজ বিষয়ক গবেষণার জন্য বর্ধমান জেলার বুদবুদে গবেষণা কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত খামারে তাদের নির্দিষ্ট ফসলের গবেষনা ও উৎপাদন করে। এজন্য ব্যারাকপুরে ৬১ হেক্টর, সরভোগে ৫৬ হেক্টর, বামড়াতে ১০৩.৬ হেক্টর, প্রতাপগড়ে ৯.২ হেক্টর ও বুদবুদে ৬৫ হেক্টর খামার নির্দিষ্ট আছে।

এই সংস্থা যে যে তন্তু ফসল বিষয়ে কৃষি গবেষণায় নিয়োজিত আছে সেগুলি হলো –

মিথা/ তোষা পাট(করকোরাস অলিটোরিয়াস) , তিতা পাট(করকোরাস ক্যাপসুলারিস), দুই ধরনের মেস্তা (হিবিসকাস ক্যানাবিনাস ও হিবিসকাস সবদরিফা),শন (ক্রোটালারিয়া জানসিয়া), রেমি(বোহেমেরিয়া নিভিয়া), সিসল(এ্যাগেভ সিসালানা) এবং ফ্ল্যাক্স বা তন্তু তিসি (নিলাম উসিট্যাটিসিমাম)।

সংস্থার লক্ষ্য-পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলগুলির লাভজনক ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন পাবার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণায় নেতৃত্বদান।

সংস্থার উদ্দেশ্য- পাট ও সহযোগী তন্তু উৎপাদনে ফলপ্রসু, দিকদর্শী ও প্রানবন্ত কৃষি ব্যাবস্থা প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নতিবর্ধন ও নীতি নির্দেশিকার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঐতিহাসিক ও সফল নবদিগন্তের অবিরাম অন্বেষণ।

ডঃ সিতাংশু সরকার
ডঃ জিবন মিত্র
ডঃ বিজন মজুমদার
ডঃ সুরাজ কুমার সরকার

প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিসর-

পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের উচ্চফলন ও উন্নত গুনমান পাবার জন্য ফসলের উন্নয়ন, জৈবিক ও অজৈব চাপ ব্যাবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ও কৌশলগত গবেষণা।

পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের অর্থনৈতিকভাবে কার্যকরী ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি, শস্য পদ্ধতি এবং ফসল কাটার পরবর্তী কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক বিচার্য বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ফলিত গবেষণার পর্যবেক্ষণ।

পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সংগঠনিক গঠন

এই সংস্থার মূলত তিনটি বিভাগ , একটি শাখা ও কয়েকটি সাহায্যকারী শাখার মাধ্যমে কাজ করে। তিনটি বিভাগ হল- শস্য উন্নয়ণ, শস্য উৎপাদন ও শস্য সুরক্ষা বিভাগ, একটি শাখা- কৃষি সম্প্রসারণ এবং সাহায্যকারী শাখা গুলি হল- খামার, কৃষিযন্ত্র কর্মশালা, লাইব্রেরী, অগ্রাধীকার- পর্যবেক্ষন- মূল্যায়ণ শাখা। কৃষি তথ্য ব্যবস্থাপনা শাখা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শাখা প্রশাসনিক শাখা, অর্থ ও হিসাব রক্ষা শাখা।

পাট সারিতে লাগানোর জন্য পাট বীজ বপন যন্ত্র (Multi Row Jute Seed Drill)। এই বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যেই এক বিঘা জমিতে পাট সারি লাগানো যায় ফলে বীজের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কম লাগে এবং পাটের সারি তৈরী হবার জন্য ফসলের উৎপাদনের সব সুবিধাগুলি পাওয়া যায়।

উচ্চ ফলন পাবার সম্পূর্ন উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি যার ফলে পাটের জাতীয় গড় উৎপাদন ১১ কুইন্টাল (১৯৬০ সালে) থেকে বেড়ে বর্তমানে ২৫ কুইন্টালের বেশী হয়েছে। এছাড়া আর একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে তা হলো- পাটের সাথে মুগ ডালের (ছোট গাছের গুনযুক্ত) অন্তবর্তী চাষ। এতে খরার মতো পরিস্থিতিতেও মুগ ডালের যথেষ্ট ফলন পাওয়া যাবে পাট চাষির অর্থনৈতিক লোকসান হবে না। আর স্বাভাবিকব বৃষ্টিপাতের অবস্থায়ও মুগের ফলন ও পাটের ফলন অনেক ভালো হবে।

পাট ও সহযোগী তন্তু ফসলের সব ধরনের রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ ন্যূনতম ও প্রতিহত করার জন্য সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রনের প্রযুক্তি।

বদ্ধ জলাশয়েও পাট পচিয়ে উচ্চ গুনমানের আঁশ পাবার জন্য পাট পচানোর উন্নত অনুজীবীয় পদ্ধতির প্রযুক্তি, যার বাণিজ্যিক নাম ক্রাইজাফ সোনা। এই পদ্ধতিতে পাট পচালে পাটের তন্তুর মান ১-২ গ্রেড উন্নত হয়, পাট পচাতে ৬-৮ দিন সময় কম লাগে, উজ্জ্বল সোনালী রংয়ের শক্ত আঁশ পাওয়া যায় এবং বাজারে এই পদ্ধতিতে তৈরী পাটের দাম কম করে হলেও কুইন্টাল প্রতি ৩০০-৪০০ টাকা দাম বেশী পাওয়া যায়।